শহর-পাড়াগাঁ

চাঁদ সদাগর (উত্তর ২৪ পরগণা)

মহানগরে মহাকরণের পেছনে প্লাস্টিকের সামিয়ানা টাঙানো ফুটপাথ নির্ভর কালাচাঁদের খাবারের দোকান। দুপুরে এখানে অনেকেই খেতে আসে। ঘুগ্‌নি, আলুর দম, হাতরুটি, পাউরুটি, ডিমটোস্ট, মাছ-মাংস, ডাল-তরকারি ভাত। সব আছে। যার যা পছন্দ। সবার মত ওরাও আসে। ওই ছ'জন। পলাশ, গৌরাঙ্গ, মৃত্যুঞ্জয়, শৈলেন রবিশংকর ও রামপ্রসাদ। বিভিন্ন পদে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। এখানে, এই চায়ের দোকানেই আলাপ-পরিচয়। প্রথমে 'আপনি', তারপর 'তুমি', তারও পরে 'তুই-তোর্কারি' বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এক মধুর সম্পর্ক। এদের মধ্যে পাঁচজনই এই শহরের বাসিন্দা। শুধু একজনই গ্রামাঞ্চলের। যার নাম রামপ্রসাদ।

দেউলটি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে বাইরে পা রেখেই উত্তর দিকের যে আঁকাবাঁকা পিচের রাস্তাটা চোখে পড়ে ওই রাস্তা ধরেই রূপনারায়ণ নদীর গাঁ ছুঁয়ে দু-কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই রামপ্রসাদদের আদিকালের পুরনো বাড়ি। নদীর ঠোঁট ছুঁয়েই ষোল কাঠা জমির ওপর, আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর যে জায়গাটায়। মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মাথায় বিচুলির ছই। শাখা-প্রশাখার পল্লবে পুষ্পে ভরা বৃক্ষেরা যে বাড়িটাকে ছায়া দেয় আলো দেয়। শীতকালে গরম, গরমকালে ঠাণ্ডা রাখে এবং বড়ই আরামদায়ক। মহাকরণের পেছনে কাঁলাচাদের দোকানে বসে রামপ্রসাদ বন্ধুদের কাছে সেই গল্পই করে মাঝে মধ্যে। গ্রামের সৌন্দর্য আর শহরের সৌন্দর্য নিয়ে পার্থক্য কোথায় তা এই বলে বোঝায়, তোরা তো শহরে থাকিস। শহরের বড় বড় পাকাবাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট দেখতেই অভ্যস্ত। গাছপালাহীন রুক্ষ রাজপথ, ফ্লাইওভার। লক্ষ লক্ষ গাড়ি। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি। টানা রিকশা, ঠ্যালাগাড়ি, অটোরিকশা আর নাক, মুখ জ্বালা করা ধুলো ধোঁয়া। কলকোলাহলে ভরা মানুষের এই ভিড়। ঠ্যালাঠেলি। আমাদের কাছে অসহ্য। তোদের কাছে সহনীয় হলেও আমাদের কাছে প্রাণ ওষ্ঠাগত। পলাশ বলে, "কেন?" রামপ্রসাদ বলে, "এখানে কি করে যে মানুষ থাকে? বসবাস করে। এখানে অক্সিজেনের অভাব। রাস্তায় বেরুলেই গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া কার্বন-ডাই-মনোঅক্সাইড। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট দেয় প্রতিটি মানুষকে। গ্রামে তা নয়। সেখানে পিওর অক্সিজেন। শুদ্ধ পানীয়জল। টাটকা শাক-সব্জী। মাছ-মাংস, খাঁটি গরুমোষের দুধ। শহরে যা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। কল্পনারও অতীত। মৃত্যুঞ্জয় বলে, "সেটা অবশ্য তুই বলতে পারিস। এসব জিনিস তো গ্রাম থেকেই শহরে আসে। সেই ভোরের ট্রেনে। দু-ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা পর যা আর তাজা-টাটকা থাকে না। রামপ্রসাদ বলে, "সেইজন্যেই তো বলি আয়, একবার ঘুরে দেখে যা আমাদের গ্রাম। আমাদের গাঁয়ের বাড়ি।

আমজাম কাঁঠালের গন্ধে সুগন্ধিত, মিষ্টি হাওয়া যা এই শহরে নেই। মাথা কুটে মরলেও যার স্বাদ পাবি না এই অঞ্চলে। হ্যাঁ। গৌরাঙ্গ বলল, "এত করে যখন বলছে চল একবার ঘুরে আসি। শৈলেন বলল, "শনিবার হাফ ছুটি। দুটোর পর খড়্গপুর লাইনের যে কোনো ট্রেন ধরলেই হবে।" রবিশংকর বলল, "একরাত্রি থেকে পরদিন সকাল-সকাল ফিরে আসা যাবে। রোববার ছুটি। সেদিন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন অর্থাৎ সোমবার অফিস করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস নিতে হবে। তুই কিছু মনে করিস না রামপ্রসাদ। জানিস তো তুই না খেলেও আমরা একটু আধটু খাই। রামপ্রসাদ বলল, "তরল পানীয় পদার্থ, এ প্রশ্নের উত্তর রবির দেবার কথা। তার আগেই পলাশ বলল, "হ্যাঁ, কোন অসুবিধে নেই তো? রামপ্রসাদ বলল, "না না। কিসের অসুবিধে। দরজা বন্ধ করে খাবি। কেউ দেখতে পাবে না। এরপর আর কথা হয়নি। সেদিনই দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। শনিবারের সেই বারবেলায় সবাই মিলে এপ্রিলের এক শনিবার ছ-বন্ধু মিলে বেরিয়ে পড়ল অফিস ছুটির পর। রামপ্রসাদ ওদের নিয়ে হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনের টিকিট কেটে পাশকুড়া লোকাল ধরে বেলা চারটে নাগাদ ঠিক সময় মত দেউলটি স্টেশনে এসে নাবল। তারপর অটো রিকশায় চেপে সিধে রামপ্রসাদদের বাড়ি। যার চারদিকে আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারিগাছের ছড়াছড়ি। পাশেই পৃথিবীর কোল ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে রূপনারায়ণ নদী। সত্যিই সুন্দর। মিথ্যে বলেনি রামপ্রসাদ। ছবির মত অতিমনোহর। সকলেই সেটা অনুভব করল। ওদের বাড়ির চারদিক ঘুরিয়ে দেখাল। ওরাও ঘুরে ঘুরে তা দেখল। গ্রাম্য পরিবেশ যে এত সুন্দর হয় এর আগে তা জানত না। দেখেও নি কোনোদিন। তাই ভালো লাগছিল। ঘুরে ঘুরে ওরা এও দেখল একজন বৃদ্ধ বাগান পরিচর্যা করছে। এটা ওটা সরাচ্ছে। আগাছায় ভরা ঝোঁপঝাড় সাফ করছে। সম্ভবত কাদের লোক। খুবই রুগ্ন। শীর্ণকায়। মাথায় একরাশ বাবরিকাটা চুল। বসা চোখ। তোবড়ানো গাল। পাকা ভ্রুযুগল। যারা গামাঞ্চলে বাড়ি বাড়ি এই কাজ করে হাতে কোদাল নিয়ে। বাড়িটা বেশ বড়। মাটির হলেও বড় বড় ঘর। লম্বা, দোচালা খড়ের ছাউনি। রামপ্রসাদ ওদের নিয়ে এল একটি ঘরে। বলল, "এখন তোরা এই ঘরটায় বসে বিশ্রাম কর। গল্পগুজব কর। রাত্রে দুটি ঘরে শোবার ব্যবস্থা করেছি আলাদা করে। এমন সময় এক বৃদ্ধা এলেন। রামপ্রসাদ বলল, "আমার মা।" পলাশ বলল, "তোর মা, আমাদের মাসিমা।" শৈলেন বলল, "ঠিক বলেছিস।" এরপর একে একে ওরা পাঁচজন তাঁকে প্রণাম করল। গৌরাঙ্গ বলল, "মাসিমা, আমাদের পাঁচটা জলের গেলাস আর খাবার জল লাগবে।" রামপ্রসাদ বলল, "তোরা বস। আমিই এনে দিচ্ছি।" ওরা খাটে বসল। বলতেই যেন দেরি। আনতে দেরি হল না। পাঁচটা গেলাস ও এক কুঁজো জল নিয়ে এল রামপ্রসাদ। তারপর বলল, "আমি যাই রাতের খাবার বলে কথা। দেখি কি পাওয়া যায়। তা কি পছন্দ তোদের? মাছ? না মাংস?" মৃত্যুঞ্জয় বলল, "মাংস হলে খাসি। মাছ হলে কাতলা। যে কোনো একটা হলেই চলবে।" ঠিক আছে। আমি যাই। বলে বেড়িয়ে গেল রামপ্রসাদ। ওরা বোতল খুলেই খেতে শুরু করল দরজা বন্ধ করেই। রয়্যাল চ্যালেঞ্জ। বেশ দামী। পলাশ বলল, "এখন অল্প খাব। বাকিটা রাত্রে।" রবিশংকর বলল, "সেটাই তো ঠিক হয়েছে আগে

থাকতে।"

ওরা আয়েস করে খাচ্ছে। আর সেই বুড়ো, যাকে আম-কাঁঠালের বাগানে কাজ করতে দেখেছে একটু আগে সে কি না ছোট্ট জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছে। রেগে গেল পলাশ। তারপর অন্যান্যরা। শৈলেন বলল, "এই বুড়ো হচ্ছেটা কি? আমরা কি করছি, না করছি তা উঁকি মেরে দেখা হচ্ছে!" "না, মানে"— বলেই ছায়ার মতই সরে গেল সেই বৃদ্ধ। রবি বলল, "গেঁয়োরা এরকমই হয়।"

একটু একটু করে দিনের আলো সরে যাচ্ছে। আরেকটু পরেই সন্ধ্যা। আঁধার গাঁয়ে কারো কারো বাড়ি বিজলির বাতি। কারো কারো ঘরে কেরোসিনের লণ্ঠন। যার যেমন আর্থিক অবস্থা। ওরা নদীর ধারে ঘুরবে মনে করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। পাঁচ জনেই। পরপর। বেরিয়েই দেখতে পেল বুড়ো বসে আছে ঘরের দাওয়ায়। পলাশ বলল, "এই বয়সেও খুব খাটতে পার দেখছি।" বুড়ো বলল, " না খেটে উপায় কি? পোড়া পেটের জ্বালা—"

— কি নাম তোমার?

— হরি।

— সারাদিন কাজ করে কত পাও?

— তেমন কিছ্ না। যৎকিঞ্চিৎ। সকালে একবাটি মুড়ি আর এক কাপ চা।

— আর কিছ্ দেয় না?

— দ্যায়। দুবেলা দুটি ডালভাত। সঙ্গে মাছ হলে মাছ। তরকারি হলে তরকারি।

— শুধু এটুকুই?

— না। তোমরা যার সঙ্গে এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছ রাত্রে তার মায়ের সঙ্গে একটু শুতে দেয়।

বলতেই চমকে উঠল সকলে। শিরদাড়া ফেঁপে উঠল সবার। কারো মুখে কথা নেই। ওরা আবার ঘরে ঢুকে কাঁধে ব্যাগ নিয়েই বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর অটোরিক্সার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে বড় রাস্তায়। হঠাৎ একটা অটোরিক্সা এসে দাঁড়াতেই ওরা উঠে পড়ল। বসেই রবি বলল, "বুড়োব নাম হরি। তার মানে.." শৈলেন বলল, "কি আর মানে? হেঁয়ালি না করে বল।"

— হরি মানে হরপ্রসাদ। যেমন আমাদের রাম মানে রামপ্রসাদ। ওই বুড়োই রামপ্রসাদের বাপ। কাজের লোক না। আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা যে বোতল খুলে খাচ্ছিলাম তা উঁকি মেলে দেখেছে। ইস্! কি ভাবল বলতো? ওদিকে বাজার সেরে ঘরে ফিরেছে রামপ্রসাদ। এসেই দেখে ঘর ফাঁকা। বন্ধুরা নেই। ভাবল বাইরে ঘুরতে বেড়িয়েছে। কিন্তু না। তার সেই ভুল ভাঙল তারই বাবার কথায়— ওরা নেই। আর থাকে? আমি দেখে ফেলেছি। তাই ভয়েই পালিয়ে গেছে। রামপ্রসাদ বলল— কি দেখেছ তুমি?

— ওরা তোর বন্ধু?

— হ্যাঁ।

— ওদের সঙ্গেই মেলামেশা তোর? শহর কলকাতায়?

— হ্যাঁ বাবা।

— তার মানে তুইও একটু আধটু খাস টাস।

— কি?

— সুরা। এসেই বোতল খুলে বসেছিল।

— তুমি কি করে জানলে?

— নিজের চোখেই দেখেছি।

— দরজা তো বন্ধ ছিল।

— কিন্তু জানালা বন্ধ ছিল না।

শুনেই থেমে গেল রামপ্রসাদ। না, ওদের এখানে না আনাটাই ভালো ছিল। বাবা এখন তাকেই সন্দেহ করছে। গ্রাম দেখতে এসে শহরের পানীয় পদার্থ নিয়ে বসেছে। ছিঃ, শেষে কি না বাবার চোখেই ধরা পড়ল। ছিঃ ছিঃ—